দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 0 5 JUN 1995 ..
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

10

বুয়েটে মর্মান্তিক মৃত্যু

বুয়েটের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র আহমেদুল্লাহর গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক ও শোকাবহ। ক্যাম্পাসে কেবলই দলগত ও রাজনৈতিকই নয়, অন্য ধরনেরও সন্ত্রাস যে ঘটতে পারে এই ঘটনা তারই একটি সংশয়াতীত প্রমাণ। আহমেদুল্লাহ ছাত্র জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল। মাত্র কিছুদিন পর সে পাস করে বেরুত। ইঞ্জিনিয়ার হত। মানুষ হওয়ার তার স্বপ্ন ও সাধনা সফল হত। পরিবার এবং জাতির জন্য সে হয়ে উঠত একটি মূল্যবান সম্পদ। কিন্তু ঘাতকের গুলি জীবিতদের মিছিল থেকে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, এক ফুঁ-এ নিবিয়ে দিয়েছে এসব সম্ভাবনা। তার এই করুণ মৃত্যুতে বুয়েটের ছাত্র-শিক্ষকরা গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছেন। শোক প্রকাশ করেছেন। অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেছেন। একজন সম্ভাবনাময় ছাত্রের প্রাণ প্রদীপ নিবে যাওয়ায় আমরাও গভীর দুঃখ প্রকাশ করছি। তার শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি জানাচ্ছি এবং তার রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

বেশ কিছুকাল ধরেই ক্যাম্পাস আর অভয়ারণ্য নয়, বিদ্যাব্রতের নিরাপদ পীঠস্থানও নয়। নানা রকম সন্ত্রাস লেগেই আছে। যখন তখন উত্তাপ, উত্তেজনা, মারামারি, গোলাগুলি, বোমাবাজি এবং রক্তপাতও। বিভিন্ন ক্যাম্পাসে ইতিমধ্যে অনেকগুলি তরতাজা জীবন অকালে ঝরে পড়েছে।

দেশবাসী কায়মনোবাক্যে কামনা করছে, ক্যাম্পাসের সন্ত্রাসমুক্তি এবং শিক্ষার অনুকূল স্বাভাবিক পরিবেশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। সন্ত্রাস একেবারে বন্ধ না হলেও হালে পরিস্থিতি অনেকখানি শান্ত হয়ে এসেছে। নিয়ম-শৃংখলা উল্লেখযোগ্যভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনাও চলছে অনেকটা স্বাভাবিকভাবে। এই পটভূমিতেই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতই ঘটল বুয়েটে আমহেদুল্লাহর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা।

প্রত্যেক মাতা-পিতাই ছেলেমেয়েদের ক্যাম্পাসে পাঠান লেখাপড়া করার জন্য। তাদের কেউ লাশ হয়ে অথবা হাত-পা হারিয়ে বাড়িতে ফিরুক— এটা কেউই চান না। এই চাওয়ার বাস্তবে রূপায়ণ নিশ্চিত করতে হলে ছাত্র-শিক্ষক, সরকার, অভিভাবকমন্ডলী এক কথায় দেশের সবাইকে সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বর্তমান সরকার শুরু থেকেই ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার প্রচেষ্টা সাধ্যমত চালিয়ে যাচ্ছেন। তারই শুভ ফসল ক্যাম্পাসের বর্তমানের তুলনামূলকভাবে শান্ত পরিস্থিতি।

আমাদের আশা, পুলিশ হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও হত্যার কারণ উদঘাটন করতে পারবে। তবে ক্যাম্পাসে সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী ছাড়া ক্যাম্পাসে আর কাউকেই ঢুকতে দেয়া উচিত নয়। নিয়মটি আরও কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করতে হবে আবাসিক হলগুলিতে। ক্যাম্পাসকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার এটাই প্রধান কার্যকর উপায়।

SHEET —— OF —— SHEETS